

৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করল বাংলা একাডেমি

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভাষা আন্দোলনের চেতনায় ৩৯
বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য ও
সংস্কৃতিবিষয়ক পবেষণামূলক জাতীয়
প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি, ১১৫৫
সালের ৩ ডিসেম্বর শুরু হয় প্রতিষ্ঠানটি।
গতকাল মঙ্গলবার ছিল একাডেমির
৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে
কিছবিত কর্মসূচি গ্রহণ করে বাংলা
একাডেমি।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় একাডেমির
ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মো. আবদুল
হোসেনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয়
পরীদ মিনারে প্রভাষপি
নিবেদনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি
শুরু হয়। বিকেল ৪টায়
একাডেমির কবি গানপুর
রাহমান পেনিনার কক্ষে
একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
হয়। একাডেমির সভাপতি
ইনোন্টাস অধ্যাপক
আনিসুজ্জামান সভাপতিত্বে
এতে ইয়াংকি বর্ণকর্মের

বঙ্গবান্দিতা ও প্রাজা চর্চা (১৭৮৫-১৮২০)
শীর্ষক একক বক্তৃতা দেন ইতিহাসবিদ
অধ্যাপক নিরঞ্জন ইসলাম।
সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক
আনিসুজ্জামান বলেন, বঙ্গবান্দিতা চর্চার
ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠান থেকে
সহায়তা করে আসছে। এবারের
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতার বিষয়ও এর সঙ্গে
সংগতিপূর্ণ। একাডেমি শুধু আন্দোলনের
বিনামূল্যে নয় বরং বিদেশিদের বঙ্গ এবং
বৃহদাৰ্থে প্রাজা চর্চার দিকে ফিরে তাকাতে
চেষ্টা করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত
পরিবেশন করেন রাবোয়া বদরী ও
ফারহানা শিরিন। অনুষ্ঠান সফলনা
করেন ড. গাহানং হোসেন নিপু।

মাঝে মধ্যে শরণ করল শিল্পকলা
একাডেমি। উপমহাদেশের প্রখ্যাত
কণ্ঠশিল্পী প্রয়াত মাদা দে শরণ গুণকাল
মঙ্গলবার জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে
আদ্যোচনা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন
করে শিল্পকলা একাডেমি। অনুষ্ঠানের
শুরুতেই প্রয়াত শিল্পীর জীবন ও কর্মের
সুন্দর সংক্ষিপ্ত আদ্যোচনা করেন
একাডেমির মহাপরিচালক নিয়াকত
আলী শাহী। পরে সাংস্কৃতিক পার্বে মাদা
দে শরণ পরিবেশন করেন শিল্পী সুল্লি
মোস্তফা, আবু জাহিদ খান, মফিজুর



সংস্কৃতি সংবাদ

রহমান, শরণ, সুজন
জৌধরী, তানজিনা রুমা,
কৌশলী, রুফিকুল আলম,
জিমির নবী ও শিল্পী গুণ
জৌধরী।
শিল্পীদের তরী হুমায়ূন
শরণ, সাংস্কৃতিক সংগঠন
শিল্পিত শরণ করল তরী
হুমায়ূনকে। শিল্পীদের
সভাপতি ওসমান গনির
সভাপতিত্বে তরী হুমায়ূন
মননে, অতিথে ও চেতনায়
শিরোনামে লেখক হুমায়ূন আহমেদ,
হুমায়ূন আজাদ ও অধিনেতা হুমায়ূন
ফরীদিকে নিয়ে শরণশতীর আয়োজন
করা হয়। জাতীয় জাদুঘরের কবি সুল্লি
কামাল মিলনায়তনে আয়োজিত ও
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এটিএন
বাংলার উপদেষ্টা নওশীন আলী খান।
বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রীমঙ্গল
শেঠরসভার মেয়র মো. মরহিন বিয়া।
হুমায়ূন আহমেদের কবিতা আবৃত্তি করেন
ইকবতুখার আলম, ইফতি। বরচিত
কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করেন গাহানা
মোস্তফা, সুজন সরকার, শিয়াম উদ্দিন
চাধা, তানজিনা আজাদ অমিতীয়া,
সরকার জাহানারা ফরিদ প্রমুখ।